দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 12 MAR 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৭ ...

প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষকতা ॥ নারীর অগ্রাধিকার নিয়ে মতবিরোধ

মোস্তফা ফিরোজ

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকতায় মহিলাদের অগ্রাধিকার নিয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। এই বিভাগের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিলে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় ন্যূনতম ৭০ শতাংশ মহিলা শিক্ষক স্থানীয়ভাবে নিয়োগ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ বর্তমান নীতি অনুযায়ী এ ক্ষেত্রে ৬০ ভাগ রাখার পক্ষপাতী।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের আপত্তি উপেক্ষা করে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিলে প্রাথমিক শিক্ষকতায় মহিলাদের কোটা ৭০ ভাগ করা হয়েছে। গত ৪ মার্চ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) বৈঠকে এ পরিকল্পনা দলিল অনুমোদন করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের প্রস্তাব অনুযায়ী পরিকল্পনা দলিলে এ বিষয়টি সংশোধন করা হয়নি।

সূত্র জানায়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব ডঃ'সা'দত হুসাইন গত ৩ মার্চ এক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্রে (ডিও লেটার) প্রাথমিক শিক্ষকতায় মহিলাদের কোটা ৭০ ভাগ রাখার বিষয়টি সংশোধনের অনুরোধ করেন। তিনি বর্তমান শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকতায় মহিলাদের কোটা ৬০ ভাগ রাখার নীতি বহালের পক্ষে জোরাল মত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের নীতি ও সরকারের পরিকল্পনা দলিলে বিধৃত বক্তব্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য থাকলে তা সরকারের জন্য বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে।'

সূত্র জানায়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় মনে করে, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকতায় মহিলারা অনেক বেশি আন্তরিক এবং সচেতন। এ স্তরের শিশু বয়সী শিক্ষার্থীরা মহিলাদের কাছে অনেক কিছু নির্ভয়ে, সস্নেহে ও স্বচ্ছন্দে শিক্ষা লাভ করতে পারবে। অন্যদিকে এই কোটা বৃদ্ধির ফলে মহিলাদের কর্মসংস্থানের পথ আরও সুগম হবে। তাঁরা আত্মনির্ভর হয়ে শিক্ষকের মর্যাদা নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবেন। এতে সরকারের নীতি অনুযায়ী নারী স্বাধীনতা সমুন্নত হবে, অন্যদিকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ মনে করে, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকতায় যোগ্য মহিলা শিক্ষকদের অভাব অত্যন্ত প্রকট। বর্তমান ৬০ ভাগ কোটা সত্ত্বেও যোগ্য মহিলা শিক্ষক পাওয়া কষ্টকর হয়ে পড়েছে। অথচ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা হলো শিক্ষার্থীদের প্রথম বুনিয়াদ। এ ক্ষেত্রে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক পাওয়া না গেলে অর্থাৎ শিক্ষকতার মান ভাল না হলে এ স্তরের শিক্ষার্থীরা ভালভাবে গড়ে উঠতে পারবে না। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থায় তারা পিছিয়ে পড়বে।